২১

মার্কেন্টাইল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

ইউরোপে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে (১৫০০-১৮০০ খ্রি.) অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটিকে মার্কেন্টাইল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকে চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী সম্ভবত এই অর্থনৈতিক ধারণাকে প্রকাশ করেন, অষ্টাদশ শতকে *ওয়েলথ অব নেশনস* গ্রন্থে *(Wealth of Nations)* অ্যাডাম স্মিথ এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন, তার দেওয়া সংজ্ঞাটি পণ্ডিত মহলে গৃহীত হয়। মার্কসবাদীরা বলেছেন যে মার্কেন্টাইল অর্থনীতি হল একচেটিয়া বাণিজ্য কোম্পানীগুলির অনুসৃত আদর্শ (the ideology of monopoly trading companies)। মরিস ডব মার্কেন্টাইল অর্থনীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল প্রাক্-শিল্প বিপ্লবের যুগে বাণিজ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শোষণ হল এই ব্যবস্থা (a system of state regulated exploitation through trade)। অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা মার্কেন্টাইল মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে সব সময় মিল পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতকে সাংবিধানিক ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিল, সেই ব্যবস্থার নাম হল মার্কেন্টাইলিজম।

রাজারা মনে করেন যে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অর্থ হল জাতি ও দেশকে শক্তিশালী করা। রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে দেশে সোনা ও রূপোর মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। শক্তি ও সম্পদের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। যার শক্তি আছে তার সম্পদ আছে, আবার যার সম্পদ আছে তার শক্তি আছে। শুল্ক আইন, শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম, কর আইন, মুদ্রা আইন, নৌ-পরিবহণ আইন ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্র অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। গোড়ার দিকে এই নীতির প্রবক্তাদের ধারণাটি খুব স্বচ্ছ ছিল না, অল্পকাল পরে তারা যে মৌল নীতিটি আঁকড়ে ধরেছিলেন তা হল অর্থনীতি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে, আবার রাষ্ট্র অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে। আধুনিক ইউরোপের আদিপর্বে নানা কারণে ইউরোপের অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল। অর্থনীতির সম্প্রসারণ হয়েছিল, মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, দূর পাল্লার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন হয়। ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি জাতীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস চালানো হয়।

মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে বুঝে নিয়ে মুদ্রা, বাণিজ্য, উৎপাদন, উপনিবেশ ইত্যাদির ভূমিকা অনুধাবনের চেষ্টা করেছিল। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র, অভিজাত ও বণিকদের উন্নতির কথা ভেবেছিল, সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা ভাবেনি।

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্র সব ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবে এটা হল এর মূল নীতি। মার্কেন্টাইল নীতির প্রবক্তারা এক ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন, নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উদ্যোগকে তারা গুরুত্ব দেননি। এই ব্যবস্থা সামাজিক বিভাজনকে মেনে নিয়েছিল, সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে মিউনিসিপ্যালিটি, ধর্মীয় সংস্থা ও রাজতন্ত্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। অর্থনীতিতে ঐক্য ছিল না, মার্কেন্টাইল মতবাদ এই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি গঠনের প্রয়াস চালিয়েছিল। রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থনীতি পরিচালিত হবে এটাই ছিল নীতি। এই নীতি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। ষোড়শ শতকে ইউরোপে প্রচুর সোনা ও রূপোর আমদানি হলে এইসব ধাতুর মজুত ভাণ্ডার গঠন ছিল এই নীতির প্রধান লক্ষ্য।

মার্কেন্টাইল অর্থনীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। একে অনেকে বলেছেন বুলিয়ন অর্থনীতি। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে সম্পদ সংগ্রহ করবে। আমদানির চেয়ে রপ্তানি অবশ্যই বেশি হবে, তবে কাঁচামাল আমদানি করে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হবে। বাণিজ্য শুল্ক, বীমা, পরিবহণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্র সম্পদ সংগ্রহ করবে। বিদেশি জাহাজে পণ্য পরিবহণের কাজ চালানো যাবে না। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করবে, যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে উদ্যোগী হবে রাষ্ট্র তাদের সহায়তা দেবে। কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যীকরণকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কৃষির উৎপাদন বাড়লে আমদানি কম হবে, বাণিজ্য পণ্য রপ্তানি করে সম্পদ সংগ্রহ করা যাবে। কৃষির সম্প্রসারণ দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান দেবে। কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকদের কর মকুব করার কথাও বলা হয়। দেশের উৎপাদিত পণ্য যাতে দেশের মানুষ ভোগ করে সেজন্য উচ্চ শুল্ক বসিয়ে বিদেশি পণ্যের আমদানি কমানো হবে। শুল্ক প্রাচীর বসিয়ে দেশের অনগ্রসর শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছিল। এই অর্থনীতির একটি অঙ্গ হল উপনিবেশ স্থাপন, উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্প পণ্যের বাজার গঠন এবং সমুদ্র পথে অধিকার স্থাপন। এজন্য শক্তিশালী নৌবহর গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড সকলে নৌবহর গঠনের ওপর জোর দিয়েছিল। উপনিবেশ নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে যার উপনিবেশ যত বড়ো সে তত বড়ো শক্তি। উপনিবেশে বসতি স্থাপন করে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপনিবেশ থেকে ইউরোপীয়রা তেল, চিনি, কফি, নীল, কাঠ, খনিজদ্রব্য মশলা ইত্যাদি সংগ্রহ করত।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। মার্কেন্টাইল অর্থনীতির অনেক ত্রুটি ছিল, অলাভজনক অনেক উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখা হয় কারণ রাষ্ট্র পরিচালকদের অনেকের তাতে স্বার্থ ছিল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা এই ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল। অনেক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হয়, এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় নানা ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। মার্কেন্টাইলিজম অর্থনৈতিক ঐক্য, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তির অনুসন্ধান করেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের এটি ছিল অর্থনৈতিক

Scanned by CamScanner

উদ্যোগ। এই নীতির প্রবক্তারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ইংরেজ বণিক মান (Mun) থেকে অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী হরণিক সকলে মার্কেন্টাইলিজমের আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন (national advancement) ষোড়শ শতকে সামন্ত্রতন্ত্রের অবক্ষয়, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা উপনিবেশ এবং বাণিজ্য বিপ্লব এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব সম্ভব করেছিল। মার্কেন্টাইল মতবাদ পুঁজিবাদের উত্থানে সহায়ক হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল, রাজতন্ত্র বাণিজ্য ও বণিকদের রক্ষা করত, অনুদান দিত বণিকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করত। বণিকদের পক্ষে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ বিধি-নিষেধ ধ্বংস করা সম্ভব হয়। দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্যবদ্ধ বাজার গড়ে উঠেছিল, মুদ্রা, ওজন, পরিমাপ ব্যবস্থার সংস্কার হয়েছিল। দ্রব্যমূল্য, শ্রমিক নীতি, পরিভোগ সংক্রান্ত আইন, দারিদ্র্য আইন ইত্যাদি পাশ করে রাষ্ট্র সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

মার্কেন্টাইল ব্যবস্থা বৈদেশিক বাণিজ্য, নৌ-পরিবহণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে অনুকূল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হত না। তবে টমাস মানের মতো বিদগ্ধ বণিক মূল্যবান ধাতু নির্ভর অর্থনীতির সমালোচনা করেন। তিনি এইমত প্রকাশ করেন যে সোনা রূপো দিয়ে বিদেশে পণ্য কিনলে তাতে লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে, রাষ্ট্র ও দেশ লাভবান হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অনুসরণ করেছিল। তবে এদের নীতির মধ্যে পুরোপুরি মিল দেখা যায় না কারণ প্রত্যেকটি দেশ নিজের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী এই নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ইউরোপের প্রথম ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পর্তুগাল তার মশলা বাণিজ্যে এই নীতির প্রয়োগ করেছিল। এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে পর্তুগাল এর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছিল। পর্তুগালের অনুসৃত নীতির মূল কথা হল পর্তুগালের স্বার্থে (mother country) উপনিবেশগুলির সম্পদ আহরণ করা হবে। পর্তুগাল সব সময় আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করবে; মূল্যবান ধাতু হল সম্পদের মাপকাঠি, এই ধাতুর সঞ্চয় বাড়ানো হবে। স্পেন পর্তুগালের মতো মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অনুসরণ করেছিল। পর্তুগালের মতো স্পেন উপনিবেশ থেকে সম্পদ আহরণের প্রক্রিয়া চালু রেখেছিল। উপনিবেশের সঙ্গে স্পেনের বাণিজ্য ছিল সরকারি একচেটিয়া বাণিজ্য। কাসা দ্য কন্ট্রাক্টাসিয়ন (Casa de Contructacion) নামে একটি সরকারি সংস্থা ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পেয়েছিল। স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে স্পেনীয়দের বাণিজ্য করতে হলে লাইসেন্স নিতে হত। স্পেন তার মূল্যবান ধাতু সোনা ও রূপোর সঞ্চয় সযত্নে রক্ষা করত। আমদানি পণ্যের মাধ্যমে মূল্যবান ধাতু যাতে অন্য দেশে না চলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে স্পেনের রাজারা মূল্যবান ধাতুর বহির্গমন পছন্দ করেননি। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আইন পাশ করে মূল্যবান ধাতু রপ্তানির ওপর বিধি-নিষেধ আরওপ করা হয়েছিল। তবে এসব প্রয়াস সব সময় সফল হত না কারণ বাণিজ্য ও রাজার প্রয়োজনে বহু অর্থ বিদেশে চলে যেত।

স্পেনের নতুন রাজতন্ত্র আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করত। কোনো বিদেশি বণিক স্পেনে পণ্য আমদানি করলে তাকে সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে হত। আমদানি কমানোর জন্য তাঁরা শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দেন, শন, চামড়া, কাঁচা রেশম, আকরিক লোহা ইত্যাদির রপ্তানি

Scanned by CamScanner

বন্ধ করে দেন। স্পেনের মেষ পালকদের প্রতিষ্ঠান মেস্তা পশম উৎপাদনের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল, বস্ত্র, শিল্প পণ্য বা কৃষি উৎপাদনের দিকে তারা নজর দেয়নি। স্পেনের অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, স্পেন বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ও শিল্পপণ্য আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল। স্পেনের মার্কেন্টাইল মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল তার ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে। হল্যান্ডের অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে শিথিল যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করতে পারেনি। সেখানে বণিকরা ছিল শক্তিশালী, তারা মার্কেন্টাইল নীতি অনুসরণ করেছিল। হল্যান্ডে জাহাজ শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন শিল্প ছিল প্রধান। হল্যান্ডে কৃষি ব্যবস্থা উন্নত ছিল, তা সত্ত্বেও তাকে বিদেশ থেকে কাঁচামাল এবং কিছু পরিমাণে খাদ্য আমদানি করতে হত। ইউরোপের মধ্যে হল্যান্ড শিল্পে বেশ উন্নত ছিল, শিল্প পণ্য বিক্রির জন্য তাকে বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভর করতে হত। হল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হল্যান্ড হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর বাণিজ্য ঘাঁটি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্য এখানে এসে মজুত হত, আবার এখান থেকে বিভিন্ন দেশে তা পুনঃরপ্তানি হয়ে যেত।

হল্যান্ড ও বেলজিয়াম ফ্লান্ডার্স অঞ্চলের পণ্য উত্তরের দেশগুলিতে রপ্তানি করে বাল্টিক অঞ্চল থেকে পণ্য আমদানি করত। পর্তুগাল থেকে মশলা সংগ্রহ করে হল্যান্ডের বণিকরা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে সরবরাহ করত। স্পেন পর্তুগাল অধিকার করলে হল্যান্ড প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল এই ক্ষুদ্র দেশটি সযত্নে বাণিজ্যকে রক্ষা করত। বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের পরিকাঠামো গঠন করেছিল। হল্যান্ড হল এ যুগের একমাত্র দেশ যে আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক স্থাপন করেনি। হল্যান্ডের আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হার ছিল খুবই কম। স্পেন ও পর্তুগালের মতো হল্যান্ড মূল্যবান ধাতুর সঞ্চয় সম্পর্কে খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল না। মূল্যবান ধাতু দিয়ে বিদেশি পণ্য কিনে আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করা যায়। মূল্যবান ধাতু সম্পর্কে ওলন্দাজদের বিশেষ স্পর্শকাতরতা ছিল না। প্রতিবছর হল্যান্ড প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপো পাঠিয়ে প্রাচ্য দেশ থেকে মশলা, বস্ত্র, রেশম ও অন্যান্য পণ্য কিনত, এই বাণিজ্য থেকে তার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল। হল্যান্ডের সরকার বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল, নৌবহর ছিল বণিক স্বার্থ রক্ষার প্রহরী। ১৬৪৫খ্রি. ওলন্দাজ নৌবহর ডেনমার্ককে হল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে বাধ্য করেছিল। হল্যান্ডের সরকার কূটনীতির মাধ্যমে তার বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষা করত।

ইউরোপের মধ্যে ওলন্দাজ বণিকরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত, বিদেশে সরকার তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার দিয়েছিল। হল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন নিয়ে প্রাচ্যে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভূমধ্যসাগরীয় ও লেভান্ট বাণিজ্যেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজদের আক্রমণের ফলে হল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল, অনেক উপনিবেশ থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে তুলনায় হল্যান্ডের বাণিজ্য অনেক বেশি স্বাধীন ছিল, বাণিজ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য হল নিম্ন শুল্ক হারএবং বণিকদের স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার। ইউরোপের দেশগুলির

Scanned by CamScanner

মধ্যে ইংলন্ড ছিল সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ এবং এর কেন্দ্রিয় সরকার ছিল শক্তিশালী। মধ্যযুগেই ইংলন্ডের শাসকরা শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। টিউডর শাসকেরা মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অনুসরণ করেন, তারা কয়েকটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। তারা দেশের শিল্পকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেন, কাঁচামালের আমদানিকে উৎসাহ দেন, সোনা-রূপোর রপ্তানির ওপর বিধি-নিষেধ আরওপ করেন, বাণিজ্য জাহাজ ও নৌবহর গঠন করেন। এলিজাবেথের সময়ে কয়েকটি শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন পাশ করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়। টিউডর শাসকরা মার্কেন্টাইল নীতি অনুসরণ করে আর্টিফিসারস আইন (Artificers Act) এবং দরিদ্র আইন (Poor law) পাশ করেন। বিভিন্ন বণিক ও বণিক সংগঠনকে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দেন। ইংলন্ডের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সপ্তদশ শতকে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব সত্ত্বেও সংরক্ষণ শুল্ক নীতি অনুসরণ করে ইংলন্ডের শিল্পী ও কারিগরদের রক্ষার ব্যবস্থা হয়।

পর্তুগাল ও হল্যান্ড ছিল ইংলন্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংলন্ড বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য হল্যান্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিল। নৌ-পরিবহন আইন (Navigation Act) পাশ করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর টমাস মান ও স্যার উইলিয়াম পেট্টি মনে করেননি যে শুধু সোনা ও রুপো সঞ্চয় করলেই কোনো দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এরা মনে করেন একটি দেশের আসল সম্পদ হল জমি ও শ্রম। সপ্তদশ শতকের শেষে ইংলন্ড অন্যান্য দেশের মতো মূল্যবান ধাতুকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা রাষ্ট্রনীতি অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল। পর্তুগাল ও স্পেনের সঙ্গে চুক্তি করে ইংলন্ড বাণিজ্য বাড়িয়েছিল। ১৬৮৯ খ্রি. শস্য আইনে (Corn law) বিদেশে রপ্তানিযোগ্য শস্যের ওপর সরকারি অনুদান দেওয়া হয়, ইংলন্ড থেকে বস্ত্র ও পশম রপ্তানিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। ভারত থেকে বস্ত্র আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আমদানিকৃত বস্ত্রের ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো হয়। টিউডর এবং স্টুয়ার্ট যুগে সরকার বণিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী আইন পাশ করে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছিল।

ফরাসি সরকার মধ্যযুগ থেকে মার্কেন্টাইল নীতি অনুসরণ করেছিল। সরকার মনে করত দেশের উন্নতি নির্ভরশীল হল দেশের উৎপাদনের ওপর। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেশের উন্নতির সহায়ক হয়। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ফরাসি সরকার সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়েছিল। বিদেশে মূল্যবান ধাতু রপ্তানির বিরুদ্ধে সরকার আইন পাশ করেছিল। সোনা-রূপোর সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য শিল্প উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সরকার দেশের খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনের ওপর জোর দিয়েছিল, কাঁচ, চিনি, পশম, রেশম,বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার অনুদান দিয়েছিল। সরকার বিদেশ থেকে মূল্যবান পাথর, সৌখিন দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি ক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার তার শিল্পনীতি এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরের বাজারে ফ্রান্সের শিল্প পণ্য বিক্রি হয়, শিল্প পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার চেষ্টা ছিল। আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে ফ্রান্স সোনা-রূপো সঞ্চয়ের প্রয়াস চালিয়েছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে উৎসাহদানের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।

Scanned by CamScanner

রাজা চতুর্থ হেনরি ছিলেন ফরাসি শিল্পের উৎসাহী সমর্থক। তার সময়ে ফ্রান্সে বস্ত্র, রেশম, কাঁচ, সৌখিন দ্রব্য, সাবান তৈরির ব্যবস্থা হয়েছিল। ইংলন্ড, তুরস্ক ও স্পেনের সঙ্গে চুক্তি করে তিনি ফ্রান্সের বাণিজ্য বাড়িয়েছিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও কানাডায় বাণিজ্য করার জন্য বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়। রিশল্যু মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অনুসরণ করে নৌবহর বানিয়েছিলেন। মার্কেন্টাইল অর্থনীতির অঙ্গ ছিল এই নৌবহর, রাস্তাঘাট, বন্দর-পোতাশ্রয় নির্মাণ করে এবং নৌবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি ফ্রান্সের বাণিজ্য বৃদ্ধি করেন, উপনিবেশের সম্প্রসারণ হয়। দেশের মধ্যে শিল্প সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। কোলবার্ত ও চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে মার্কেন্টাইল অর্থনীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। কোলবার্ত নতুন শিল্প স্থাপন করে শিল্প উৎপাদন বাড়িয়েছিলেন, শিল্প পণ্যের গুণগত মানে উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বিদেশে ফরাসি পণ্য বিক্রি করে সোনা-রূপোর সঞ্চয় বাড়ানো ছিল তার নীতি। শক্তির প্রয়োগ করে বিদেশে ফরাসি বাণিজ্য বৃদ্ধির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি হলেন ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, কোলবার্তের মার্কেন্টাইল নীতির দুর্বলতা হল তিনি ফ্রান্সে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে পারেননি। ফ্রান্সে পুঁজির অভাব ছিল, অভাব ছিল সরকারি পরিকল্পনার। তিনি দেশি শিল্পকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু চতুর্দশ লুইয়ের যুদ্ধ ও সম্প্রসারণ নীতির জন্য তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তেমন সাফল্যলাভ করেনি। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ অন্যদের তুলনায় তেমন বিস্তার লাভ করেনি। কোলবার্তের মার্কেন্টাইল নীতির লক্ষ্য ছিল সম্পদ সংগ্রহ করে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা। প্রাশিয়াতে এই অর্থনীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

মার্কেন্টাইল মতবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল মূল্যবান ধাতুর সঞ্চয় বাড়ানো। সোনা-রূপো থাকলে সৈন্যবাহিনী গঠন করা যায়, জাহাজ কেনা যায়, শক্তি অর্জনে কোনো বাধা থাকে না। স্পেনের অঢেল সম্পদ তাকে ষোড়শ শতকে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছিল। সকলেই ধরে নিয়েছিল যে অর্থ হল সকল শক্তির উৎস (Money is power)। এসব কারণে বিভিন্ন দেশ সোনা-রূপোর সংগ্রহে মেতেছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের একটি বড়ো কারণ হল সোনার অনুসন্ধান (Gold rush), আফ্রিকা ও আমেরিকায় সোনার খোঁজে ইউরোপীয়রা গিয়ে হাজির হয়েছিল। এই নীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে সঞ্চয় গড়ে তুলতে হবে, সরকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিয়েছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হল শিল্প উৎপাদন ও কৃষি। সরকার শিল্প উৎপাদন ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করেছিল। সরকার মনে করত পৃথিবীর বাণিজ্যের একটি বড়ো অংশের অংশীদার তাকে হতে হবে। এই অর্থনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ম্ভরতা অর্জন। স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য দেশকে শিল্প-পণ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হবে। দেশের সমৃদ্ধির জন্য উৎপন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে হবে।

মার্কেন্টাইল অর্থনীতি দেশের খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনের ওপর জোর দিয়েছিল কারণ দেশ খনিজ সম্পদে স্বয়ম্ভর হলে তার অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। দেশকে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা ছিল এই নীতির আর এক বৈশিষ্ট্য। কৃষি দেশের মানুষের খাদ্যশস্যের জোগান দেবে এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করবে। দেশের কৃষির উন্নতি হলে কৃষকের আর্থিক উন্নতি হবে, ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে

Scanned by CamScanner

এবং সরকারকে কর দিতে পারবে। মার্কেন্টাইল অর্থনীতির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল বাণিজ্য। বাণিজ্য এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এজন্য উপনিবেশ স্থাপন করে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে হবে। আমদানি পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করে দেশের শিল্পকে রক্ষা করা হল এর নীতি। উপনিবেশ স্থাপন ও রক্ষার জন্য নৌবহর গঠন হবে জরুরি। এই ধরনের অর্থনীতির জন্য প্রচুর শ্রমের দরকার, এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতে হবে। কোলবার্ট এই নীতির অনুসরণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিয়ে যান। দরিদ্র আইন পাশ করে অর্থনৈতিক কাজকর্মে তাদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মুদ্রা ব্যবস্থা, পরিমাপ ও ওজন ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্কার করে জাতীয় বাজার গঠন করতে হবে। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হল মার্কেন্টাইল অর্থনীতির অঙ্গ। সরকার এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা নেবে। বৈদেশিক বাণিজ্য মারফত ধনসঞ্চয় হবে। ১৬২০খ্রি. টমাস মান লিখছেন : 'আমরা বিদেশিদের কাছে বেশি পণ্য বিক্রি করবো, কিনবো কম, বিদেশিরা পণ্যের জন্য অর্থ দিতে বাধ্য হবে।' (to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value... the foreigner must make good the deficiency in trade by paying bullion.) অস্বীকার করা যায় না মার্কেন্টাইল মতোবাদ নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল, এই অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল উপনিবেশবাদ।

অ্যাডাম স্মিথ তার *ওয়েলথ অব নেশনস* গ্রন্থে (১৭৭৬ খ্রি.) মার্কেন্টাইল মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তার মতে, এই ধরনের রাষ্ট্রনীতিতে উন্নয়নের হার কম হয়, সম্পদ মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় না, অর্থনীতির সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। মার্কেন্টাইল অর্থনীতির বিপরীত মডেলটি যা তিনি উপস্থাপন করেন তা হল অবাধ বাণিজ্য নীতি (laissez faire)। সরকার শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে মুক্তনীতি অনুসরণ করবেন। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে উন্নয়নের হার বেশি হবে। বাণিজ্যের ওপর স্থাপিত শুল্ক তুলে দিলে বাণিজ্য বাড়বে তাতে সকলে উপকৃত হবে, জাতির উন্নয়ন হারে উন্নতি ঘটবে, ধনের সুষম বন্টন সম্ভব হবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তিনি সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে জনকল্যাণমুখী, উন্নয়নশীল, চাহিদা-সরবরাহ ভিত্তিক অবাধ, মুক্ত অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নতির নতুন মডেল হিসেবে অবির্ভূত হয়। মার্কেন্টাইল অর্থনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হল বাজার অর্থনীতি (market economy)। ফরাসি বিপ্লবের সময় ইউরোপের সবদেশে কম বেশি মার্কেন্টাইল অর্থনীতির বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner